গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুব্য-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গোপসাগরে চলমান ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণার্থে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-১০৪, ভবন নং-৪, বাংলাদেশ সচিবালয়) ঢাকা।
সভার তারিখ	:	২৪ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি.
সময়	:	বেলা ১২: ঘটিকা

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য যে কোন দুর্যোগের পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক এবং দুর্যোগের পরে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ এর ৩. ১. ২ এ বর্ণিত আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির-এর দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে এ সভা আহবান করা হয়েছে।

২। সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে জানান যে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় গত ২৩-১০-২০২২ তারিখ দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ এর ৩. ১ এর ৯ অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরো অবহিত করেন যে, ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং ২৫-১০-২০২২ তারিখ ভোর বেলায় উপকূলীয় ১৩টি জেলায় প্রবলভাবে এবং ২টি উপকূলীয় জেলায় সামান্য আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে উপকূলীয় ১৯টি জেলায় ৪৭৫ মেঃ টন চাল, ৯৫,০০,০০০/-টাকা নগদ, ১৯,০০০ ব্যাগ/বস্তা শুকনা ও অন্যান্য খাবার, ৬,৪১১ কার্টুন ড্রাইকেক এবং ৭,৫৭৬ কার্টুন ডাইজেস্টিভ বিস্কুট সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুকূলে ছাড় করা হয়েছে। ৭,৫৭৫টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং বিপদাপন্নদের আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়া শুরু হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ৭৬০০০ স্বেচ্ছাসেবকের পাশাপাশি ফায়ার সর্ভিস, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণ ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট জেলার স্থানীয় প্রশাসনকে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণার্থে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩। অতঃপর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আবহাওয়া অধিদপ্তরকে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সভাপতি উপস্থিত অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে আগত সিনিয়র সচিব, সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণের মতামত আহবান করেন। সভায় আগত প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এ গৃহীত কার্যক্রম ও মতামত অবহিত করেন।

৩.১ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ আজিজুর রহমান সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর যে আপডেট দিয়েছেন তাতে এ বিষয়ক সকল তথ্যই বিদ্যমান। অতঃপর তিনি ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর একটি লাইভ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। লাইভ পাওয়ার পয়েন্টে বর্ণিত ঘূর্ণিঝড়ের গতি প্রকৃতি, অবস্থান ও সমুদ্র বন্দরসমূহ থেকে দুরত্ব প্রদর্শণ করা হয়। বর্ণিত ঘূর্ণিঝড়টি প্রবল ঘূর্ণিঝড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা ২৪ অক্টোবর মধ্যরাতে বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৫টি জেলায় আঘাত হানতে পারে। ২৫ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ রংপুর বিভাগ ব্যতিত অন্যান্য বিভাগে ভারী বর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন সভাকে অবহিত করেন যে, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ অনুযায়ী করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

৩.৩ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমান সময়টি আউস এবং আমন ধান পাকা ও ফসল মাড়াইয়ের সময়। গত ২২-১০-২০২২ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ক সভা আয়োজন করে। সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ধানের ৮০% পরিপক্কতা হলেই ধান সংগ্রহপূর্বক মাড়াই করার নির্দেশনা দেয়া হয়। সেচ ব্যবস্থা, সার বা কীটনাশক, মাছ যাতে ভেসে না যায় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩.৪ সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন সভাকে অবহিত করেন যে, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের সময় অনেক জাহাজ ছুটে গিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতির পূনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সে দিকে বর্ণিত বিভাগ কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু টানেলে যেন পানি ঢুকতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। টানেলে কর্মরত কোন ব্যক্তি যেন ভিতরে না থাকে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩.৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, উপকূলীয় ১৯টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং বর্ণিত জেলাসমূহের উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে সকল দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়া শুরু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে গবাদি পশু আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্তঃসত্তা নারী, বয়োবৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধিবান্ধব আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে মৃতের হার ১ (এক) অঙ্কে (ডিজিট) নামিয়ে আনা সরকারের একটি বড় সাফল্য।

৩.৬ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এস, এম ফেরদৌস আলম সভাকে অবহিত করেন যে, উপকূলীয় এলাকার সাধারণ নৌযান, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত নৌযান নিরাপদস্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও সতর্ক সংকেত প্রদান করা হয়েছে। এবং জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে জানান। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে যার হটলাইন নম্বর ১৬১১৩। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট জেলার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

৩.৭ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার সভাকে অবহিত করেন যে, নদী ও সমুদ্রের মোহনায় মাছ ধরার কোন ট্রলার বা নৌযান নেই। তাদের নিরাপদে তীরে অবস্থান নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। এ ধরণের ঘূর্ণিঝড়ে মৎস্য সম্পদের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকে তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে ৭টি করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গবাদি পশু উঁচু স্থানে সরিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আপদকালীন সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে।

৩.৮ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ইউসুব আলী মোল্লা সভাকে অবহিত করেন যে, সাধারণতঃ ঘূর্ণিঝড়ের সময় গাছপলা উপড়ে পড়ে রাস্তা, কালভার্ট ও ছোট ব্রীজসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করে থাকে। এ ধরনের ক্ষতি তাৎক্ষণিকভাবে রোধকল্পে সাথে সাথেই উপড়ে পড়া গাছপালা অপসারণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যথা সম্ভব দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট মেরামত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বলা হয়েছে। কালভার্ট/সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিকল্প হিসেবে বেইলী ব্রীজ স্থাপন করা হবে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ফেরীগুলোকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

৩.৯ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সভাকে অবহিত করেন যে, সুন্দরবন এলাকার বনজীবীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বর্ণিত অঞ্চলের বন্য প্রাণীদের বিষয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

৩.১০ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা সভাকে অবহিত করেন যে, প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে জিও ব্যাগ রাখা আছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে জিও ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে এবং সিনথেটিক ব্যাগ দিয়ে কাজ করবে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে এবং বর্ণিত মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব সকল জেলা প্রশাসক-কে এ বিষয়ে কার্যকরি নির্দেশনা প্রদান করেছেন মর্মে জানান। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

৩.১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান সভাকে অবহিত করেন যে, ১৮,৫৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১০৫৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে দ্রুততম সময়ে পাঠদান কার্যক্রম চালু করার জন্য বলা হয়েছে।

৩.১২ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব রাশিদা ফেরদৌস *এনডিসি* সভাকে অবহিত করেন যে, টেলিফোন ও ইন্টারনেট সচল রাখার জন্য বিটিসিএল-কে খুদে বার্তা প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১৩ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব নাঈমা হোসেন সভাকে অবহিত করেন যে, উপকূলীয় জেলাসমূহের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। মনিটরিং সেল খোলা হয়েছে।

৩.১৪ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আহমাদুল হক সভাকে অবহিত করেন যে, উপকূলীয় জেলাসমূহে স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের নিজ নিজ কাজ করছে। সাতক্ষীরা জেলায় ও পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় প্রবল আকারে আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ রাতের এবং আগামীকাল সকালের খাবার আশ্রয়কেন্দ্রে সরবরাহ করার বিষয়ে অবহিত করেন। দিনের আলোতে জনসাধারণকে নিরাপদে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজ করছেন বলে জানান।

৩.১৫ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব কাজী নজমুজ্জামান সভাকে অবহিত করেন যে, ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় ৩টি টীম গঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মরতদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। সকল টীম সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবকদের ক্ষুদে বার্তায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত অধিদপ্তরে মনিটরিং সেল খোলা হয়েছে।

৩.১৬ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সভাকে অবহিত করেন যে, ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় সংস্থার পর্যাপ্ত ফান্ড রয়েছে এবং উপকূলীয় জেলাসমূহে শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থার স্বেচ্ছাসেবকদের সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তারা মাঠে কাজ করছেন।

৩.১৭ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের স্টাফ অফিসার কর্ণেল মোঃ খায়রুজ্জামান মোল্লা সভাকে অবহিত করেন যে, উপকূলীয় ১৩টি জেলার তথ্যের ভিত্তিতে মাঠ প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করতঃ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সকল বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী কার্যক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হবে মর্মে জানান।

৪। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃনং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান
১	মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২	(ক) ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহ জরুরি ভিত্তিতে মেরামতকরণ। (খ) নতুন করে যেসব নদীতে ভাংগন শুরু হয়েছে সে সব জায়গায় জিও ব্যাগ ফেলার ব্যবস্থাকরণ। (গ) নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩	(ক) কৃষি পুনর্বাসনে বীজতলা তৈরীসহ অন্যান্য ফসল চাষের উপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ। (খ) সেচ ব্যবস্থা, সার বা কীটনাশক ও মাছ যাতে ভেসে না যায় সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ। (গ) কৃষিতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতি পুষিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ। (ঘ) ফসলের ক্ষেত, পুকুর/ঘের এর জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৪	আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত নৌ-যান নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৫	চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু টানেলে যেন পানি ঢুকতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।	সেতু বিভাগ
৬	(ক) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণে জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ। (খ) ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ, ল্যাট্রিন, Pond Sand Filter (PSF) এবং রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টর মেরামত ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থার উন্নয়ন।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭	(ক) ক্ষতিগ্রস্ত ঘড়-বাড়ি মেরামত বা নির্মাণে সহায়তা প্রদান। (খ) প্রয়োজনীয় গো-খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। (গ) ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সাথে সংশ্লিষ্টদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৮	ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জরুরী মেরামত করে পাঠদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ।
৯	(ক) বনজীবীদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ। (খ) পুনঃ বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
১০	টেলিফোন ও ইন্টারনেট সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১১	ক্ষতিগ্রস্ত হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো মেরামত করে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান উপযোগীকরণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

১২	(ক) ক্ষতিগ্রস্ত মহাসড়ক, জেলা পর্যায়ের সড়ক ও স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল/মেরামতের প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ। (খ) ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ রাস্তাঘাট দ্রুত মেরামত করে চলাচলের উপযোগীকরণ। (গ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ এবং কালভার্টের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে প্রয়োজনে বেইলি ব্রীজ স্থাপন।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। স্থানীয় সরকার বিভাগ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩	ক্ষতিগ্রস্ত বৈদ্যুতিক খুঁটি, বিদ্যুৎ বিতরণ ট্রান্সফর্মারসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি দ্রুত মেরামতের মাধ্যমে সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	বিদ্যুৎ বিভাগ।
১৪	প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট সহায়তার প্রস্তাব করবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৮। অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরকে অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি।

নং-৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.০১০.১৯.১২১ তারিখঃ ০৩-১১--২০২২ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতা ও পদমর্যাদার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও সহসভাপতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১১. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।
১৫. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৬. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
২৪. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।
২৬. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৭. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৩১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৭. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী, ঢাকা।
৪১. চেয়ারম্যান, স্পারসো, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪২. অতিরিক্ত সচিব (দুব্য-১/২/৩), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
৪৪. মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, মগবাজার, ঢাকা।
৪৫. পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ৬৮৪-৬৮৬, বড় মগবাজার, ঢাকা
৪৬. পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪৭. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪৮. সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪৯. অতিরিক্ত সচিব (দুব্য-২) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫০. অফিস কপি।

৩/১১/২০২২

(সানিজিদা ইয়াছমিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব (দুব্য-২)
ফোনঃ ৫৫১০০৭৯৯